শেখ হাসিনার মামলার রায় আগামীকাল সরাসরি বিটিভিতে সম্প্রচার

সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে রায় আগামীকাল (সোমবার) সরাসরি বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) সম্প্রচারিত হবে।

গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য ছিলেন বিচারক মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

বহুল আলোচিত মামলায় প্রসিকিউশন শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ এনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন। অন্যদিকে, আসামিরা নির্দোষ দাবি করে খালাস চেয়েছেন তাদের পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীরা। সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনও খালাস চেয়েছেন তার আইনজীবীর মাধ্যমে।

প্রসিকিউশন পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এস. এইচ. তামিম শুনানি পরিচালনা করেছেন। এছাড়া বি. এম. সুলতান মাহমুদ, শাইখ মাহদি ও আবদুস সাত্তার পালোয়ানসহ অন্যান্য প্রসিকিউটর উপস্থিত ছিলেন। আসামিদের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন এবং রাজসাক্ষী আল-মামুনের পক্ষে আইনজীবী জায়েদ বিন আমজাদ।

ঐতিহাসিক এই মামলায় ৫৪ জন সাক্ষী বক্তব্য দিয়েছেন। এর মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের পরিবার, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমানও স্টার উইটনেস হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয় ২০২৪ সালের ১০ জুলাই। সাবেক আইজিপি আল-মামুন এক পর্যায়ে দোষ স্বীকার করে ঘটনার সত্যতা উদঘাটনে রাজসাক্ষী হন। ওই জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান দমনে আওয়ামী লীগ সরকার, তাদের দলীয় কর্মী এবং প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু অংশ মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছিল। বর্তমানে দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সেই অভিযোগের বিচার চলমান।